শেষ চিঠি

মাহিন মাহমুদ

লেখক পরিচিতি

ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার হিসেবে মাহিন মাহমুদ এই সময়ের একটি পাঠকপ্রিয় নাম। গ্রামীণ পরিবেশের রূপ, রং এবং সৌন্দর্য গায়ে মেখে তার বেড়ে ওঠা। গ্রামের স্কুলে পড়াশোনোর সূচনা। এরপর বাবার ব্যবসার সুবাদে শহরমুখো হওয়া এবং মাদরাসাশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া।

তিনি ভালোবাসেন স্বপ্ন দেখতে। স্বপ্ন দেখেন সুন্দর একটি দেশের। যে দেশের মানুষগুলোর চিন্তা-চেতনা হবে প্রকৃতির মতোই সুন্দর এবং মায়াময়।

কিন্তু, সমাজের চিত্র এর ব্যতিক্রম। এ চিত্র তাকে ব্যথিত করে। ব্যাকুল করে হৃদয়। তবুও তার স্বপ্ন-সমাজ একদিন বদলাবেই। দিন বদলের স্বপ্ন নিয়েই তিনি কলম চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজের কাছে সে বার্তা তিনি পৌঁছাতেও পেরেছেন। 'আঁধার মানবী', 'শেষ চিঠি', 'একটি লাল নোটবুক', 'পুণ্যময়ী', 'প্রাসাদপুত্র', 'প্রাসাদপুত্র-২'-এর মতো ছয়-ছয়টি সুখপাঠ্য উপন্যাস ছাড়াও লিখেছেন আত্মপরিচর্যামূলক গল্পগ্রন্থ-'কাল থেকে ভালো হয়ে যাব'।

বইগুলোর অবস্থান এখন পাঠকপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে। লেখনীর মাধ্যমে তিনি পেরেছেন সমাজের বাস্তব চিত্র অত্যন্ত সফলতার সাথে তুলে ধরতে। ফেসবুক আর ইউটিউবে আকৃষ্ট যুবসমাজকে তিনি পেরেছেন বইপাঠের প্রতি উৎসাহিত করতে।

দ্বীনের প্রসার এবং সুন্দর, সুশোভিত সমাজ বিনির্মাণে তার এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক। আমরা লেখকের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

মাসুম বিল্লাহ
শিক্ষক
জামিআতুল আজিজ আল ইসলামিয়া
(ঢাকা উদ্যান), মোহাম্মদপুর, ঢাকা

শুরুর কথা

'শেষ চিঠি' আমার দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রথম উপন্যাস *'আঁধার মানবী'* পড়ে টাঙ্গাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক পাঠক কিছু মন্তব্য করেছিলেন। তার মন্তব্যের একাংশ দিয়েই ভূমিকাটা শুরু করছি—

'আঁধার মানবী' পড়ে আমার পরিচিত একজন মানবী আঁধার থেকে বেরিয়ে আসার নিয়ত করেছে এবং সেই লক্ষ্যে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। একদম বাস্তবধর্মী একটা লেখনী। পড়ার সময় মনে হয়েছে, পুরো ঘটনা আমি নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি।'

প্রথম লেখা উপন্যাসে আমি সম্মানিত পাঠকদের কাছ থেকে এত পরিমাণ প্রেরণা পেয়েছি, মহান আল্লাহ তাআলার কাছে এর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না।

এই অনুপ্রেরণাই আমাকে *'শেষ চিঠি'* লেখার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। চেষ্টা করেছি আরও ভালো কিছু করার। চেষ্টা সফল হয়েছে এটা বলার কোনো অধিকার আমার নেই। এই অধিকার একমাত্র পাঠককুলের।

লেখালেখিব শুরুটা অনেক আগে থেকে হলেও আমি আসলে একজন পাঠক। ছাত্রজীবন থেকেই শ্রদ্ধেয় আবু তাহের মেসবাহ, আল মাহমুদ, সৈয়দ আলী আহসান থেকে শুরু করে হুমায়ূন আহমেদ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার-সহ অনেকের বই পড়ে আসছি। বলা যেতে পারে, এদের লেখা পড়ে পড়েই লেখালেখির প্রতি উৎসাহ পেয়েছি।

'শেষ চিঠি' কিছু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ এবং কিছু পরিবর্তনের গল্প। পড়ুন। আত্মবিশ্বাস থেকেই বলছি, ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ।

সবার জন্য শুভ কামনা।

দোয়া প্রার্থী
মাহিন মাহমুদ

বইটি নিয়ে আপনার মূল্যবান মতামত
জানাতে পারেন এই ঠিকানায় :
mahinmahmud7@gmail.com

'বাবা শুনছ?'

'বল মা!'

আমার দিকে না তাকিয়ে 'বল মা' বললে হবে না। তাকিয়ে বলো। তাকাতেই হবে?

'হুম।'

মিজান সাহেব মনোযোগ দিয়ে সংসারের আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব দেখছিলেন। সংসারে দিনদিন অপচয় বেড়ে যাচ্ছে। আলেমদের ওয়াজ নসিহত শুনে এবং তাবলিগে যাওয়ার কল্যাণে তিনি জেনেছেন, অপচয় করা অন্যায়। মিতব্যয়িতা ভালো গুণ। সংসার খরচ যাতে মিতব্যয়িতার মধ্যে হয় এই জন্যই মিজান সাহেব খাতা কলমে হিসাব রাখার চেষ্টা করছিলেন। তিনি খাতা থেকে চোখ সরিয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ্যাই নে। তাকালাম।

'ধন্যবাদ বাবা।'

'ধন্যবাদ দিতে হবে না জনাবা! বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি।'

নওশিন বাবার সামনে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছে না কথাটা কীভাবে বলবে। মিজান সাহেব মেয়ের অবস্থা দেখে বললেন, 'কাঁচুমাচু করতে হবে না। কী বলবি বলে ফেল।'

'বাবা।'

'হুম।'

'আমার কিছু টাকা লাগবে।'

'টাকা লাগবে কেন? সেদিনই তো তোর মায়ের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিলি!'

নওশিন বলল, 'বাবা আমাদের কলেজ থেকে সবাই ট্যুরে যাচ্ছে। আমাকেও সবাই ছেঁকে ধরেছে; নিয়েই যাবে। তুমিই বলো, আমি না গেলে খারাপ দেখায় না?'

'না দেখায় না। শোন মা। ট্যুরে গেলে তোর পর্দা-পুশিদার ক্ষতি হবে। সময় মতো নামাজ পড়তে ঝামেলা হবে। কারণ মেয়েদের জন্য সব জায়গায় নামাজ পড়ার পর্যাপ্ত সুবিধা থাকে না।'

'তার মানে তুমি যেতে দেবে না?'

'আমার কথাটা বুঝতে চেষ্টা কর। না যাওয়াটাই তোর জন্য ভালো হবে।'

নওশিন মিজান সাহেবের এই কথায় রাগ দেখিয়ে বলল, 'বাবা, তোমার এই স্বভাবটা আর গেল না। কোথাও যেতে চাইলেই পর্দার অজুহাত দিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দাও। আসলে তুমি চাও না তোমার টাকা খরচ হোক।'

মেয়ের কথা শুনে মিজান সাহেব বেশ অবাক হলেন। তার মন খারাপ হয়ে গেল। তার মেয়ে মুখের ওপর টাকার খোঁটা দিয়ে গেল অথচ এমন কোনো জায়গা নেই তিনি তার সন্তানদের নিয়ে ঘুরতে যাননি।

মিজান সাহেব ব্যবসায়ী মানুষ। রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা তার। বড়সড় না হলেও, একেবারে ছোটও না। ধানমন্ডিতে পনেরো শত স্কয়ার ফিটের ছিমছাম অফিস। স্ত্রী রাবেয়া এবং তিন ছেলে-মেয়ে নিয়ে মিজান সাহেবের সুখের সংসার। একজীবনে সৃষ্টিকর্তা তাকে যা দিয়েছেন, এর জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। সন্তানদের নিয়ে সব সময়ই তিনি আনন্দ-ফুর্তিতে থাকতে পছন্দ করেন। তাদের শখ, আবদারগুলো পূরণ করার চেষ্টা করেন। এরপরও সন্তানরা কেন মুখের ওপর কথা বলবে মিজান সাহেব ভেবে পান না।

নওশিনের এই দুর্ব্যবহারের সঙ্গে মিজান সাহেবের পরিচিতি নতুন না।

গতমাসের শেষ দিকের কথা। রাতের ট্রেনে সবাইকে নিয়ে চিটাগাং চলে গেলেন। উদ্দেশ্য কয়েকটা দিন পরিবারের সবাইকে নিয়ে অবসর সময় কাটানো। শত ব্যস্ততার মধ্যেও ফ্যামিলিকে সময় দেওয়ার মধ্যে তিনি অনেক আনন্দ খুঁজে পান।

চিটাগাং নেমে হোটেল নির্বাচন করা নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হলো। রাবেয়া বললেন, 'মাঝারি মানের হোটেল নিয়ে নাও।'

নওশিন বলল, 'মাঝারি মানের হোটেল নিলে আমি থাকবই না,

এখনই ঢাকায় চলে যাব।'

রাবেয়া বললেন, 'এত রাগ দেখাচ্ছিস কেন? মাঝারি মানের হোটেলে কি মানুষরা থাকে না?'

'থাকে। আমি থাকব না।'

'কেন থাকবি না?'

'মা আমার ইচ্ছে। এখন তোমরা বলো, আমাকে রাখবে নাকি ঢাকায় ফেরত পাঠাবে।'

শেষ পর্যন্ত নওশিনের কথাই বলবৎ রইল। বেড়াতে এসে মিজান সাহেব কোনো রকম পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর দিয়ে গেলেন না। বেশ উঁচুমানের একটা হোটেলে ওঠলেন।

হোটেলের নাম সী-ভিউ। নামের সঙ্গে এই হোটেলের চারপাশের পরিবেশেরও যথেষ্ট মিল আছে। হোটেলের বারান্দায় দাঁড়ালে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতের অনেকটা দেখা যায়। বিকেলবেলা সমুদ্রে সূর্য ডোবার আগ মুহূর্তের দৃশ্যটা সবাইকে নিয়ে হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিলেন মিজান সাহেব। রাবেয়া বললেন, 'কী প্রয়োজন ছিল এত দূর আসার? ঢাকায় কোথাও বেড়ালে হতো না?'

মিজান সাহেব বললেন, 'হতো। কিন্তু রাতের ট্রেনে জার্নি করার মজাটা পেতে না। তা ছাড়া ঢাকায় কোথাও নিশ্চয়ই সমুদ্র নেই? এখানে এসে তো সেটাও উপভোগ করতে পারছি।'

'তা পারছি। কিন্তু শুধু শুধু অনেকগুলো টাকা তো বেরিয়ে গেল, তাই না?'

'টাকা যায় যাক, ফ্যামিলি নিয়ে ভালো কিছু মুহূর্ত কাটছে। এতেই আমার আনন্দ।'

মিজান সাহেবের বারো বছরের ছেলে হামীম বলল, 'বাবা, বড় হয়ে আমিও তোমার মতো ব্যবসায়ী হব।'

মিজান সাহেব বললেন, 'কেন? ব্যবসায়ী হবার উপকারিতা কী?'

'যখনতখন ঘুরতে যেতে পারব। চাকরি করলে তো ছুটি পাব না। এই জন্যই চাকরি করব না।'

ছেলের কথায় মিজান সাহেব হেসে ওঠলেন। ছেলে এই বয়সেই চাকরি

আর ব্যবসার তফাৎ বুঝে ফেলেছে।

মিজান সাহেবের সবচেয়ে ছোট মেয়ে তাসনিয়ার বয়স এখনো আট পেরোয়নি। কিন্তু পাকামোতে সে ভাইয়ার চেয়েও কয়েক ডিগ্রি ওপরে। তাসনিয়া এতক্ষণ একমনে সমুদ্র দেখছিল। সেদিকে তাকিয়েই ভারিক্কি গলায় বলে ওঠল, 'আমিই ভালো আছি বাপু। ব্যবসায়ীও হব না, চাকরিও করব না। আমি হব ব্যবসায়ী ব্যাটার বউ। কোনো কাজকর্ম করব না। ঘরে বসে সারাক্ষণ শুধু সাজুগুজু করব, হু!'

তাসনিয়ার কথায় সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠল। রাবেয়া চোখ পাকিয়ে বললেন, 'এ্যাই মেয়ে, এত পাকা-পাকা কথা কোথায় শিখেছ তুমি, হ্যাঁ? মারব এক থাপ্পর!'

তাসনিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দিলো, 'আমার কী দোষ? নওশিন আপুই তো সেদিন ফোনে কার সঙ্গে যেন এই কথাটা বলছিল।'

মিজান সাহেব বিষয়টা এতক্ষণ লক্ষ করেননি। নওশিনের কথা উঠতেই তার দিকে তাকালেন। নওশিন বারান্দার এক কোণায় দাঁড়িয়ে ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। কখন থেকে কথা শুরু হয়েছে কে জানে? কথা এত আস্তে বলছে যে, এত কাছ থেকেও বোঝা যাচ্ছে না কী কথা হচ্ছে।

আজকালকার ছেলে-মেয়েরা ফোনে এত আস্তে কথা বলে, মনে হয় কথা বলছে না যেন সিনেমার ডায়লগের মতো শুধু ঠোঁট মিলিয়ে যাচ্ছে।

মিজান সাহেবের অফিসের পিয়ন সুমন ছেলেটা এরকম। প্রায়ই দেখা যায় দীর্ঘসময় ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলে। কথা কিছু বোঝা যায় না শুধু গুনগুন শব্দ শোনা যায়। ফোনে এত কথা বললে কানের বারোটা বেজে যাবার কথা। কিন্তু কেন যেন ওর কানের বারোটা বাজে না। কান বহাল তবিয়তেই থাকে, আর সেও সেই সুস্থ-সবল কান নিয়ে দীর্ঘ আলাপ চালিয়ে যায়।

দীর্ঘ সময় কথা বলার পর নওশিন মোবাইল ফোন কান থেকে নামাল। রাবেয়া বললেন, 'কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলি? পরিচিত কেউ?'

নওশিন বলল, 'কেন মা? পরিচিত না হলে কি কারও সঙ্গে কথা বলা মানা আছে?'